পারাবত

মাহমুদা রুনু

একটা পারাবত উড়ে যায়
নীলিমার অসীমে
জগতের অলীক মোহ-মায়ার
বন্ধনভেদী ।
স্মরণের বালুকা বেলায়
রেখে যায় মমতার লিপি
অলিখিত বিধির স্মরণিকায় ।

একদিন হোয়ে যায় অন্যদিন
অসমাপ্ত অব্যক্ত কাজ আর কথা
হাহাকারে স্তব্ধ বিলাপ বুনে যায়
একসুর হতে অন্য সুরে
সহস্র সুরের সরোবরে ।

ইচ্ছেমতির জলের বুকে ঢেউ তুলে
ইচ্ছের পাল উড়িয়ে ভেসে যায়
ইচ্ছেনাও, নিয়ে যায় প্রাণপাখী
অনংগ বউ করে
অন্যভূবনের খেলাঘরে ।

মমতার সুতো আর স্নেহের রজ্জু
পারাবতের ডানা ছুঁতে চায় ।
তুচ্ছতার তাচ্ছিল্যে ফেলে যায়
একটি পালক, একটি জীবন চিহ্ন ।
স্মৃতির মোহনার প্রাংগনে ।

পারাবত প্রাণেশ্বরী
এসো ফিরে আর একবার এই নিকুঞ্জে ।
সন্ধ্যাতারার আধো আলোতে
সন্ধ্যামালতির অর্ঘ্যসাজাবো,
শুকতারার সৌরভে দেবো
শেফালীর মালিকা ॥
দেবো অন্যভুবনের খেলাঘর ॥
প্রভাময় প্রানবন্ত পারাবত প্রাংগন ॥

১০ সে প্টেম্বর ২০০৫